জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

10 FEB 2019

পত্রিকার নাম ঃ The Financial Express তারিখ ঃ
পৃষ্ঠা নং ঃ

BD ranks 121st economically freest country

FE Report

Bangladesh has become 121st economically freest country in the world with a score of 55.6, according to the economic freedom index of Heritage Foundation.

The country's overall score has risen by 0.5 points, with higher scores on factors like property rights and government integrity countering declines in investment freedom and fiscal health.

The 2019 index also ranked Bangladesh 27th among 43 countries in the Asia-Pacific region.

The country's overall score is below the regional and world averages of 60.6 and 60.8 respectively.

Approximately 6.0 per cent robust growth annually for two decades has been driven by a rapid rise in private consumption and fixed investment, revealed the report.

Nevertheless, it said, the nation still grapples with poor infrastructure, endemic corruption, insufficient power supplies and slow economic reforms.

The fragile rule of law continues to undermine economic development. Corruption and weak enforcement of property rights force workers and small businesses into the informal economy.

Continued to page 7 Col. 4

BD ranks 121st

Continued from page 1 col. 4

Entrepreneurial activity is also hampered by an uncertain regulatory environment.

Regarding rule of law, the report said property laws are antiquated and land disputes are common. The judiciary is slow and lacks independence.

Contract enforcement and dispute settlement procedures are inefficient, the report reads.

It said corruption and criminality, weak rule of law, limited bureaucratic transparency and political polarisation have undermined government accountability.

High-profile corruption cases are common. Two recent cases involved a chief justice and a former prime minister.

It said the top income tax rate is 25 per cent, and the top corporate tax rate is 45 per cent. Other taxes include a value-added tax.

The overall tax burden equals 8.8 per cent of total domestic income.

Over the past three years, government spending has amounted to 13.6 per cent of the country's output (GDP) and budget deficits have averaged 3.6 percent of GDP.

Public debt is equivalent to 32.4 per cent of GDP.

It said despite some progress in streamlining business regulations, entrepreneurial activity is hampered by an uncertain regulatory environment and the absence of effective long-term institutional support for private-sector development.

A well-functioning labour market has not been fully developed, but labour productivity growth has been slightly higher than wage hikes.

The state continues its extensive subsidizing of food, fuel, electricity and agriculture.

The combined value of exports and imports is equal to 35.3 per cent of GDP. The average applied tariff rate is 10.7 per cent.

The government has taken steps to reduce bureaucratic barriers to investment, but overall progress has been slow.

State ownership and interference in the financial sector remain considerable.

About 54 per cent of adult Bangladeshis have access to an account with a formal banking institution, the report said.

jubairfe1980@gmail.com

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক প্রথম আলো
পৃষ্ঠা নং ঃ
তারিখ ঃ 10 FEB 2019

সোনালীর সুসময়ে ডুবছে জনতা

রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংক

২০১১-১২ সালে সোনালীর যখন খারাপ সময়, তখন জনতা ছিল ভালো অবস্থানে। ২০১৮ সালে এসে পরিস্থিতি পুরোটাই উল্টো।

সানাউল্লাহ সাকিব, *ঢাকা*

সময়টা ২০১১ ও ১২ সাল। হল-মার্ক কেলেঙ্কারির কারণে সোনালী ব্যাংক নিয়ে তখন তুমুল আলোচনা। এ ঘটনার কারণে ২০১২ সালে সোনালী ব্যাংক ২ হাজার ৪৯৫ কোটি টাকা নিট লোকসান করে। ঠিক তার পরের বছরে জনতা ব্যাংক ৯৫৫ কোটি টাকা নিট মুনাফা করে। ঈর্ষণীয় এ সাফল্য সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। অনেকেই জনতাকে 'মডেল ব্যাংক' হিসেবে অভিহিত করে।

তবে পরিস্থিতি এখন পুরো উল্টো। যেই গ্রাহকদের কারণে ২০১৩ সালে জনতার ঈর্ষণীয় মুনাফা, তারাই এখন ব্যাংকটির গলার কাঁটা। ২০১৮ সালের জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর সময়ে ব্যাংকটির নিট লোকসান হয়েছে ৩ হাজার ১৩২ কোটি টাকা। আর জনতা ব্যাংকের খেলাপি ঋণ এখন ব্যাংক খাতের মধ্যে সর্বোচ্চ, ১৭ হাজার ৫৯৭ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বড় ধরনের 'নীতিগত ছাড়' না দিলে ব্যাংকটির আর্থিক অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয় হবে। জনতা যখন ডুবছে, সোনালীর তখন সুদিন। সোনালী ব্যাংক ২০১৮ সালে ২ হাজার ৫৮ কোটি টাকা পরিচালন মুনাফা করে, বছর শেষে প্রকৃত মুনাফাও থাকবে ৫০০ কোটি টাকার ঘরে।

এমন পরিস্থিতি শুনে সাবেক একজন জ্যেষ্ঠ ব্যাংকার নাম প্রকাশ না করার শর্তে *প্রথম আলোকে* বলেন, হাজার কোটি টাকা ঋণ দেওয়ার পর প্রথম দিকে গ্রাহকেরা নিয়মিত কিস্তি শোধ করেন। এতে ব্যাংকের সুদ আয়ও বাড়ে। যাতে ব্যাংকটির মুনাফায় প্রবৃদ্ধি ঘটে। পরবর্তীকালে তারা কিস্তি দেওয়া বন্ধ করে দেয়, এতে আটকে যায় ব্যাংকের পুরো টাকা। এর ফলে অন্য আয় থেকে ব্যাংককে এ ঋণের বিপরীতে নিরাপত্তা সঞ্চিতি রাখতে হয়। তাতে পুরো ব্যাংকটিই বিপদে পড়ে যায়।

জনতা ব্যাংক সূত্র জানায়, গত দুই বছরে জনতা ব্যাংকের আমানত যেভাবে বেড়েছিল, ঋণ ও অগ্রিম বেড়েছে তার চেয়ে বেশি গতিতে। ২০১৬ সালে ব্যাংকটির আমানত ছিল ৬৪ হাজার ১৮২ কোটি, ২০১৭ সালে যা বেড়ে হয় ৬৪ হাজার ৯৪৪ কোটি ও ২০১৮ সাল শেষে আমানত বেড়ে হয় ৬৭ হাজার ৫৫৬ কোটি টাকা। আর ২০১৬ সালে ব্যাংকটির ঋণ ছিল ৪০ হাজার ৩০৪ কোটি টাকা, ২০১৭ সালে তা বেড়ে হয় ৪৫ হাজার ৯৫৮ কোটি টাকা। ২০১৮ সালে ঋণের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ৫৩ হাজার ৩৭০ কোটি টাকায়।

ব্যাংকটির ঋণ যেভাবে বেড়েছে, খেলাপি ঋণও সেভাবে বেড়েছে। ২০১৬ সালে খেলাপি ঋণ ছিল ৫ হাজার ৯৩৬ কোটি টাকা, ২০১৭ সালে তা বেড়ে হয় ৭ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। আর গত বছর শেষে ব্যাংকটির খেলাপি ঋণ ব্যাংক খাতের সব রেকর্ড ভেঙে হয় ১৭ হাজার ৫৯৭ কোটি টাকা।

ব্যাংক সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ক্রিসেন্ট গ্রুপের ৩ হাজার ৬০০ কোটি এবং অ্যাননটেক্স গ্রুপের ৬ হাজার কোটি টাকার ঋণ নিয়েই মূলত বিপদে পড়েছে ব্যাংকটি। এর মধ্যে ক্রিসেন্টের পুরোটাই এবং অ্যাননটেক্সের ৪ হাজার কোটি টাকার ঋণ খেলাপি হয়ে গেছে। এর মধ্যে অ্যাননটেক্সের বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ঋণ নিয়মিত করার প্রক্রিয়া চলছে। আর টাকা পাচারের মামলায় ক্রিসেন্ট গ্রুপের কর্ণধার এম এ কাদের এখন কারাগারে।

সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে জনতা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুছ ছালাম আজাদ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা খেলাপি ঋণ আদায়ে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জানুয়ারিতে ১২০০ কোটি টাকা আদায় হয়েছে। মার্চের মধ্যে খেলাপি ঋণ ১২ হাজার কোটিতে নেমে আসবে। নিট মুনাফা নির্ধারণ হবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিদর্শনের পর।'

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

10 FEB 2019

পত্রিকার নাম ঃ আমাদের অর্থনীতি
পৃষ্ঠা নং ঃ
তারিখ ঃ

চার মাত্রার সংকটে ঘুরপাক খাচ্ছে বেসিক ব্যাংক

খেলাপিঋণ ৮,৬১৮ কোটি ২৪ লাখ টাকা ◆ গত অর্থবছরে নিট লোকসানের স্থিতি ৬৮৫ কোটি টাকা

সোহেল রহমান : মোট বিতরণকৃত অর্থের অর্ধেকেরও বেশি খেলাপি ঋণ, খেলাপি ঋণের বিপরীতে প্রভিশন ঘাটতি, মূলধন ঘাটতি এবং পরিণতিতে লোকসান -এ চার মাত্রার সঙ্কটে ঘুরপাক খাচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত বেসিক ব্যাংক। তবে সার্বিক দুর্গতির জন্য খেলাপি ঋণ-ই প্রধান সমস্যা বলে মনে করছে ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদ। বিদ্যমান অবস্থা থেকে উত্তরণে ব্যাংকটির যে কর্মপরিকল্পনা- এতে পরিস্থিতির উন্নতিতে আরও কয়েক বছর সময় লাগবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

জানা যায়, ২০০৯ সাল পর্যন্ত বেসিক ছিল লাভজনক ও সফল একটি ব্যাংক। পরবর্তীতে ২০১০ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সংঘটিত নানা অনিয়মের কারণে বর্তমানে ব্যাংকটির এই করুণ পরিণতি। আলোচ্য সময়ে 'ঋণ যাচাই কমিটি'র মতামতকে উপেক্ষা করে নিয়ম বহির্ভূতভাবে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করে ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদ। এর প্রায় পুরোটাই এখন খেলাপি হয়ে পড়েছে। ওই সময় ব্যাংকটির চেয়ারম্যান ছিলেন আবদুল হাই বাচ্চু ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন কাজী ফখরুল ইসলাম। বেসিক ব্যাংকের ঋণ কেলেঙ্কারি নিয়ে বর্তমানে 'দুর্নীতি দমন কমিশন' (দুদক) দায়েরকৃত একাধিক মামলা চলমান রয়েছে।

বেসিক ব্যাংক সূত্রে জানা যায়, গত ২০১০ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সংঘটিত নানা অনিয়মের কারণে ব্যাংকটিতে তখন খেলাপি ঋণের হার বেড়ে দাঁড়ায় ৬৭ দশমিক ৯২ শতাংশ। পরবর্তীতে ২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে খেলাপি ঋণের হার কমে দাঁড়ায় ৫১ দশমিক ৯৯ শতাংশ। কিন্তু সর্বশেষ গত ২০১৭-১৮ অর্থবছর শেষে ব্যাংকটিতে খেলাপি ঋণের হার আবার বেড়ে দাঁড়ায় ৫৮ দশমিক ৫৭ শতাংশ। চলতি ২০১৮-১৯ এরপর পৃষ্ঠা ২, সারি ১

চার মাত্রার সংকটে ঘুরপাক

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) অর্থবছর শেষে ব্যাংকটির খেলাপি ঋণের হার ৫০ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং খেলাপি ঋণের স্থিতির লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ৭ হাজার ৪০০ কোটি টাকা। এর বিপরীতে গত ডিসেম্বর (২০১৮) শেষে বেসিক ব্যাংকের খেলাপি ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৮ হাজার ৬১৮ কোটি ২৪ লাখ টাকা এবং ১৪০ কোটি টাকা খেলাপি ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৮) ব্যাংকটি আদায় করেছে মাত্র ৫৯ কোটি ৮৯ লাখ টাকা (৫৫ দশমিক ৬৪ শতাংশ)। অন্যদিকে অবলোপনকৃত খেলাপি ঋণ খাত থেকে ১০ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ছয় মাসে আদায় হয়েছে মাত্র ২০ লাখ টাকা (২ শতাংশ)।

অন্যান্য সূচকের মধ্যে গত ২০১৭ সালের ডিসেম্বর শেষে বেসিক ব্যাংকের মূলধন ঘাটতির পরিমাণ ছিল ২ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। মূলধন ঘাটতি পূরণে বাজেটের 'মূলধন পুনর্গঠনে বিনিয়োগ' খাত থেকে গত চার বছরে বেসিক ব্যাংককে মোট ৩ হাজার ৩৯০ কোটি টাকা দিয়েছে সরকার। যেটি সর্বোচ্চ। তবে সর্বশেষ অর্থবছরে (২০১৭-১৮) কোন অর্থ দেয়া হয়নি। বর্তমানে ব্যাংকটির মূলধন সংরক্ষণের হার ঋণাত্মক। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এই ঋণাত্মক হার ১২ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর বিপরীতে ছয় মাসে গত ডিসেম্বর শেষে মূলধন সংরক্ষণের ঋণাত্মক হার দাঁড়িয়েছে ১৭ শতাংশ। অন্যদিকে প্রভিশন ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ৪২ শতাংশ; এর বিপরীতে গত ডিসেম্বর শেষে প্রভিশন সংরক্ষণের হার দাঁড়িয়েছে ৩৮ দশমিক ০৩ শতাংশ।

বেসিক ব্যাংক সূত্রের মতে, খেলাপি ঋণ বেড়ে যাওয়ার কারণে মূলধন ও প্রভিশন ঘাটতি বেড়ে যাওয়ায় ব্যাংকের মুনাফা অর্জন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সর্বশেষ ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ব্যাংকটির নীট লোকসানের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬৮৫ কোটি ৮ লাখ টাকা। চলতি অর্থবছরে ব্যাংকটির নীট লোকসানের স্থিতি ২৮৫ কোটি টাকায় নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি চলতি অর্থবছরে ব্যাংকটির পরিচালনা মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০ কোটি টাকা। এর বিপরীতে ছয় মাসে (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৮) ব্যাংকটি লোকসান দিয়েছে ৮৪ কোটি ৫৫ লাখ টাকা। সম্পাদনা : ইকবাল খান

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন
পৃষ্ঠা নং ঃ
তারিখ ঃ 10 FEB 2019

খেলাপি ঋণ আদায়ে পুরস্কার ব্যর্থ হলে তিরস্কার

মানিক মুনতাসির

জরিমানাও গুনতে হতে পারে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগের শীর্ষ কর্মকর্তাদের

খেলাপি ঋণ আদায়ে সবচেয়ে সফলতা অর্জনকারী ব্যাংককে পুরস্কার দেওয়া হবে। একই সঙ্গে খেলাপি ঋণ আদায়ে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে তিরস্কার করা হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জরিমানাও গুনতে হতে পারে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগের শীর্ষ কর্মকর্তাদের। এ ছাড়া স্বেচ্ছা ঋণখেলাপিদের ব্যাংকিং সংক্রান্ত অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বাতিল করা হতে পারে। এমনকি স্বেচ্ছা খেলাপিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এ ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের পরিমাণ একটা নির্দিষ্ট মাত্রায় নামিয়ে আনাতে সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। এ-সংক্রান্ত একটি বিশেষ কমিটিও গঠন করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ। অর্থ বিভাগ সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। সূত্র জানায়, ব্যাংকিং খাতের খেলাপি ঋণ আদায়কে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে বর্তমান সরকার। এজন্য যে কোনো উপায়ে খেলাপি ঋণের পরিমাণ কমিয়ে আনার এজেন্ডা নিয়ে কাজ করছে বাংলাদেশ ব্যাংক। তফসিলি ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীদের এ বিষয়ে ইতিমধ্যে নির্দেশনা এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

খেলাপি ঋণ

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। খেলাপি ঋণ আদায়ে যেসব ব্যাংক সবচেয়ে ভালো পারফরমেন্স দেখাতে পারবে, তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে। কিন্তু যেসব ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী খেলাপি ঋণ আদায়ে পিছিয়ে পড়বে, সেসব ব্যাংককে তিরস্কার করা হবে। পাশাপাশি জরিমানাও করা হতে পারে। এ ধরনের নিয়ম শিগগিরই চালু করতে যাচ্ছে সরকার। জানা গেছে, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর বড় ধরনের দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে মন্দ ঋণ বা খেলাপি ঋণ। এর মধ্যে যেসব ঋণ আদায়ের সম্ভাবনা কম, এমন ঋণের ক্ষতি মেনে নিয়ে ব্যাংকিং খাতে ঋণ অবলোপনের (রাইট অফ) ঘটনা বাড়ছে। ইতিমধ্যে ঋণ আদায় করতে না পারায় বাধ্য হয়ে ৫০ হাজার কোটি টাকা অবলোপন (রাইট অফ) করেছে ব্যাংকগুলো। তবে অবলোপন করা এসব ঋণ আবারও পর্যালোচনার উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার। এসব ঋণ অবলোপন করার ক্ষেত্রে সঠিক নিয়ম-কানুন মানা হয়েছে কি না বা কোনো খেলাপিকে অবৈধভাবে সুবিধা দেওয়া হয়েছে কি না সেসব বিষয় পর্যালোচনা করা হবে। এজন্য ব্যাংকগুলোতে বিশেষ অডিট করার ঘোষণা দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। সূত্র জানিয়েছে, কাদের কারণে ঋণগুলো খেলাপি হয়েছে, এর সঙ্গে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সম্পৃক্ত কি না, সেটিও খুঁজে বের করা হবে। কারণ ঋণগ্রহীতা চেষ্টা করবে টাকা ফেরত না দিয়ে থাকার জন্য। তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করা হয়েছে কি না, সরকারিভাবে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় এক লাখ কোটি টাকা। আর ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকগুলো ৪৯ হাজার ৭৪৫ কোটি টাকার খেলাপি ঋণ অবলোপন করেছে। এর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোই অবলোপন করেছে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকার খেলাপি ঋণ। বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালার আলোকে ২০০৩ সাল থেকে ব্যাংকগুলো ঋণ অবলোপন করে আসছে। নীতিমালার আওতায় পাঁচ বছর বা এর বেশি সময় ধরে থাকা খেলাপি ঋণের বিপরীতে শতভাগ প্রভিশন রেখে এবং মামলা করে তা অবলোপন করতে হয়। মাত্র কয়েক দিন আগে সে নীতিমালাও শিথিল করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে খেলাপি ঋণ অবলোপনের সময়সীমা পাঁচ বছর থেকে নামিয়ে তিন বছর করা হয়েছে। যদিও এমন সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচনা করেছেন অর্থনীতিবিদরা। এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, মামলা ছাড়াই যেসব ঋণ অবলোপন হবে, তা যেন একেবারে মওকুফ না করা হয়। কারণ মামলা না থাকলে এসব ঋণের ব্যাপারে কেউ খোঁজ রাখবে না। এভাবে সুযোগ দিতে থাকলে ঋণখেলাপিরা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠবে। তারা আরও নতুন দাবি জানাবে। বাংলাদেশ ব্যাংককে শক্ত হাতে ব্যাংকিং খাত তদারক করতে হবে। এজন্য আগে প্রয়োজন সরকারের সদিচ্ছা ও রাজনৈতিক অঙ্গীকার।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক যায়যায়দিন
পৃষ্ঠা নং ঃ

তারিখ ঃ 10 FEB 2019

রাষ্ট্রায়ত্ত চার ব্যাংক

বিপুল অঙ্কের ঋণ পুনঃ তফসিল হলেও আদায় সামান্য

আহমেদ তোফায়েল

রাষ্ট্রায়ত্ত চার ব্যাংক গত বছরের নয় মাসে বিপুল অঙ্কের ঋণ পুনঃ তফসিল করলেও শীর্ষ ঋণখেলাপিদের কাছ থেকে কিস্তির টাকা আদায় প্রায় ব্যর্থ হয়েছে। সোনালী, জনতা, অগ্রণী এবং রূপালী ব্যাংক (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর) সময়ে ২ দুই হাজার ৭২২ কোটি টাকা পুনঃ তফসিলের বিপরীতে মাত্র এক হাজার ৩০৮ কোটি টাকা আদায় করতে পেরেছে।

অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ শামস-উল-ইসলাম বলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঋণখেলাপিরা আদালতের স্টে অর্ডার (স্থগিত আদেশ) নিয়ে আসেন। যার কারণে খেলাপি ঋণ আদায়ের পরিমাণ কম। ২০১৮ সালের জুন পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত এই ব্যাংকটির বিভিন্ন মামলায় ৪৬ হাজার ৩৬৬ কোটি টাকা আটকে আছে। তিনি বলেন, অনেক ঋণ খেলাপি একাদশ জাতীয় নির্বাচনে আদালতের স্টে অর্ডার নিয়ে অংশগ্রহণ করেছেন। যার কারণে নির্বাচনের আগে যে পরিমাণ খেলাপি ঋণ আদায় হবে বলে আশা করেছেন সেটি হয়নি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদনে দেখা যায়, অগ্রণী ব্যাংক আলোচ্য সময়ে ৪১৬ কোটি টাকা পুনঃ তফসিল করেছে। এক বছর আগে শীর্ষ ২০ খেলাপির কাছ থেকে ২১ কোটি ৪৯ কোটি টাকার বিপরিতে মাত্র ২ কোটি টাকা আদায় করতে পেরেছে। একই সময়ে শীর্ষ খেলাপি ছাড়া অন্যদের কাছ থেকে ২০৫ কোটি টাকা আদায় করা হয়। যা এর আগের বছর ছিল ৪৪২.৯২ কোটি টাকা।

রূপালী ব্যাংক ২০১৮ সালের প্রথম নয় মাসে শীর্ষ ২০ খেলাপির কাছ থেকে ১৫২.৭০ কোটি টাকার বিপরিতে মাত্র ২ কোটি টাকা আদায় করেছে। শীর্ষ ২০ খেলাপির বাইরে ১১৩ কোটি টাকা আদায় করে। যা এর আগের বছর একই সময়ে ছিল ২৫১.৩০ কোটি টাকা। রূপালী ব্যাংক গত বছরের নয় মাসে কোন খেলাপি ঋণ পুনঃ তফসিল করেনি।

সোনালী ব্যাংক গত বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শীর্ষ ২০ খেলাপির কাছ থেকে ৪৮ কোটি টাকা আদায় করে। এর আগের বছরে একই সময়ে আদায় হয়েছিল

- প্রায় তিন হাজার কোটি টাকার বিপরীতে আদায় এক হাজার কোটি টাকা
- শীর্ষ ঋণখেলাপিদের কাছ থেকে আদায়ের পরিমাণ নগণ্য

৩১.১৪ কোটি টাকা। তবে শীর্ষ খেলাপি ছাড়া অন্যদের কাছ থেকে আদায় কমেছে। গত বছরের আলোচ্য সময়ে আদায় হয়েছিল ৫৫৫ কোটি টাকা। এর আগের বছরে একই সময়ে আদায় হয়েছিল ৫৫৯.৫১ কোটি টাকা। গত বছরের নয় মাসে সোনালী ব্যাংক পুনঃ তফসিল করে এক হাজার ৪৭২ কোটি টাকা। এর আগের বছর একই সময়ে ২৩২ কোটি টাকা পুনঃ তফসিল করে।

সাম্প্রতিক সময়ে অনিয়ম আর ঋণ কেলেঙ্কারির ঘটনায় আলোচিত জনতা ব্যাংক নয় মাসে ৮৭ কোটি টাকা খেলাপি ঋণ আদায় করেছে। যা এর আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ছয়গুণ বেশি। শীর্ষ ২০ ঋণ খেলাপি ছাড়া অন্যদের কাছ থেকে ২৯৭ কোটি টাকা আদায় হয়েছে। এর আগের বছর হয়েছিল ৪০৫.৭৪ কোটি টাকা। গত বছরের নয় মাসে ব্যাংকটি ৮৩৪ কোটি টাকা পুনঃ তফসিল করেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ২০১৬ সালে দেশের ব্যাংকগুলোর ঋণ পুনঃ তফসিল হয়েছিল ১৫ হাজার ৪২০ কোটি টাকা। সেখান থেকে প্রায় ২৪ শতাংশ বেড়ে গত বছর এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯ হাজার ১২০ কোটি টাকায়। সবমিলিয়ে গত বছর মোট ঋণের ৯ দশমিক ৮০ শতাংশ পুনঃ তফসিল করতে বাধ্য হয়েছে ব্যাংকগুলো। এভাবে গত পাঁচ বছরে মোট ৮৪ হাজার কোটি টাকার বেশি ঋণ পুনঃ তফসিল হয়েছে দেশের ব্যাংকিং খাতে। বাংলাদেশ ব্যাংকের ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি রিপোর্টে এ তথ্য উঠে এসেছে।

ঋণ পুনঃ তফসিলের পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা সম্পর্কে বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্কুলার জারি হয় ২০১২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর। পরবর্তী সময়ে আরও দুই দফায় সার্কুলার জারি করে ওই নীতিমালার কিছু শর্ত শিথিল করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের এ নীতিমালার সুবিধা নিয়ে ২০১২ সালে মোট ৫ হাজার ৫০০ কোটি টাকার খেলাপি ঋণ পুনঃ তফসিল করে ব্যাংকগুলো। এর পরের বছর থেকে ব্যাংকগুলোর ঋণ পুনঃ তফসিলের গতি বেড়ে যায় অস্বাভাবিক হারে। ২০১৩ সালে ১৮ হাজার ২০ কোটি টাকার ঋণ পুনঃ তফসিলের সুযোগ পেয়েছিলেন খেলাপি গ্রাহকরা। এরপর ২০১৪ সালে ১২ হাজার ৩৫০ কোটি ও ২০১৫ সালে ১৯ হাজার ১৪০ কোটি টাকার খেলাপি ঋণ পুনঃ তফসিল করা হয়। ২০১৬ সালে ১৫ হাজার ৪২০ কোটি টাকার খেলাপি ঋণ পুনঃ তফসিল করার পর গত বছর আরও ২৪ শতাংশ বেড়ে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯ হাজার ১২০ কোটি টাকায়। সবমিলিয়ে শুধু গত পাঁচ বছরেই ব্যাংকগুলো থেকে ৮৪ হাজার ৫০ কোটি টাকার ঋণ পুনঃ তফসিলের সুবিধা পেয়েছেন খেলাপি গ্রাহকরা। নির্বাচনী বছর হওয়ায় চলতি বছর দেশের ব্যাংকিং খাতে ঋণ পুনঃ তফসিলের পরিমাণ আরও বাড়বে বলে মনে করছেন ব্যাংক-সংশ্লিষ্টরা।

ব্যাংকাররা বলছেন, গ্রাহক ও ব্যাংক উভয়ের স্বার্থেই ঋণ পুনঃ তফসিল করতে হচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে চাপের মুখে প্রভাবশালী গ্রাহকদের পুনঃ তফসিল সুবিধা দিতে বাধ্য হচ্ছে ব্যাংক। এমনকি একই গ্রাহকের কোনো কোনো ঋণ ১০ বারও পুনঃ তফসিল করতে হয়েছে। এর পরও এসব গ্রাহকের কাছ থেকে ব্যাংকের টাকা আদায় করা সম্ভব হচ্ছে না।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ আমাদের অর্থনীতি
পৃষ্ঠা নং ঃ
তারিখ ঃ 10 FEB 2019

১০ বছরে দেশে ব্যাংকিং পরিধির সঙ্গে বেড়েছে খেলাপিঋণও

রমজান আলী : দেশে ব্যাংকিং পরিধি অনেক বেড়েছে গত ১০ বছরে। এখন শহরের মতো গ্রামীণ জনগণও ব্যাংকিং সুবিধা পাচ্ছেন। ব্যাংকের শাখা ও এজেন্ট ব্যাংকিং এবং মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে এ সুবিধা দিচ্ছে। পাশাপাশি একই সঙ্গে খেলাপি ঋণ বেড়েছে প্রায় সাড়ে চার গুণ। ২০০৯ সালে দেশের ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ ছিল ২২ হাজার ৪৮১ কোটি টাকা। আর গত সেপ্টেম্বর শেষে তা বেড়ে হয়েছে ৯৯ হাজার ৩৭০ কোটি টাকা। অর্থাৎ ১০ বছরে দেশে খেলাপি ঋণ বেড়েছে সাড়ে ৪ গুণ। এর বাইরে দীর্ঘদিন আদায় করতে না পারা যেসব ঋণ ব্যাংকগুলো অবলোপন করেছে, তার পরিমাণ প্রায় ৪৫ হাজার কোটি টাকা।

গত ১০ বছরে সাধারণ মানুষের কাছে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এর মধ্যে স্কুল ব্যাংকিং, ১০ টাকার একাউন্টের বিপরীতে কৃষকের সঞ্চয় ও ঋণগ্রহণ, পথশিশুদের সঞ্চয়ের জন্য ব্যাংকিং, ব্যাংকিং অভ্যাস গড়ার জন্য এটিএম কার্ডের ব্যবহার ইত্যাদি কার্যক্রম রয়েছে। ২০১০ সালে এ সব ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরুর পর থেকে আশানুরূপ অগ্রগতিও হয়েছে। তবে ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে এ পর্যন্ত পাঁচ বছরেই দেখা যায় অগ্রগতির হার দ্বিগুণ।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গত পাঁচ বছরে শুধু মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সেবাদানকারী এজেন্ট বেড়েছে প্রায় ১৪০ শতাংশ। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এজেন্ট ছিল ৩ লাখ ৪৬ হাজার ১৭ জন। পাঁচ বছর পর ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এজেন্টের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮ লাখ ২৯ হাজার ৭৮৩ জন। বেড়েছে ৪ লাখ ৮৩ হাজার ৬০৪ জন। একই সময়ে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সেবা নেওয়া মানুষের হার বেড়েছে ২৭৬ শতাংশ। এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৪

১০ বছরে দেশে ব্যাংকিং পরিধির

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১ কোটি ৬৪ লাখ ৬২ হাজার ৬১০ জন। পাঁচ বছরে বেড়ে সেবা নেওয়া মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬ কোটি ১৮ লাখ ৬২ হাজার ৯৮২ জন। পাঁচ বছরে বেড়েছে ৪ কোটি ৫৪ লাখ ৩৭২ জন।

এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের এজেন্ট বেড়েছে ১৯৯ গুণ বা ১৯,৮৮৯ শতাংশ। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ছিল ১৮ জন। ২০১৭-১৮ বছরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ৫৯৮ জন। বৃদ্ধির পরিমাণ ৩৫৮০ জন। এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সেবা নেওয়া মানুষ বেড়েছে ৫৭১ গুণ বা ৫৭,১০৭ শতাংশ। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে নেওয়া মানুষের সংখ্যা ছিল ৩ হাজার ১১৭ জন। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এসে এ পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭ লাখ ৮৩ হাজার ১৫৬ জন। এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সেবা নেওয়া মানুষের পরিমাণ বেড়েছে ১৭ লাখ ৮০ হাজার ৩৯ জন। পাঁচ বছরে এটিএম বুথ বেড়েছে ৬৯ শতাংশ। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ছিল ৫ হাজার ৭৭৮টি। পাঁচ বছরে বেড়ে হয়েছে ৯ হাজার ৭৪৭টি। বৃদ্ধির পরিমাণ ৩ হাজার ৯৬৯ জন।

তথ্যমতে, সেপ্টেম্বর শেষে রাষ্ট্রমালিকানাধীন ছয় ব্যাংকের খেলাপি ঋণ দাঁড়িয়েছে ৪৮ হাজার ৮০ কোটি টাকা, যা মোট ঋণের ৩১ দশমিক ২৩ শতাংশ। গত জুন শেষে ছিল ২৮ দশমিক ২৪ শতাংশ। এর মধ্যে ক্রিসেন্ট ও অ্যাননটেক্স গ্রুপের কারণেই জনতা ব্যাংকের খেলাপি ঋণ বেড়েছে সবচেয়ে বেশি। অন্যদিকে সেপ্টেম্বর শেষে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণ ছিল ৪৩ হাজার ৬৬৬ কোটি টাকা বা ৬ দশমিক ৫৬ শতাংশই খেলাপি। গত জুন শেষে যা ছিল ৬ শতাংশ। সেপ্টেম্বর শেষে বিশেষায়িত দুই ব্যাংকের (কৃষি ও রাজশাহী কৃষি) খেলাপি ঋণের হার বেড়ে হয়েছে ২১ দশমিক ৬৮ শতাংশ। আর বিদেশি ব্যাংকের খেলাপি ঋণের হার প্রায় ৭ শতাংশ।

এব্যাপারে সাবেক গভর্নর সালেহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের শক্ত অবস্থান না নেওয়ার কারণে খেলাপি ঋণের পরিমাণ বেড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক যদি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে খেলাপি ঋণ আদায় করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতো তাহলেই অনেকটাই খেলাপি কমে যেত। এছাড়া যে ব্যাংকগুলো খেলাপি ঋণ আদায় ব্যর্থ হবে, সেই ব্যাংকগুলোর শাখা থেকে শুরু করে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে দিতো বাংলাদেশ ব্যাংক। তাহলে খেলাপি ঋণের পরিমাণ কমে যেত। কারণ ব্যাংকগুলো জানে কার কাছে খেলাপি ঋণ কত আছে। তাহলে ব্যাংকগুলো খেলাপি ঋণ ঠিকই আদায় করতো। বাংলাদেশ ব্যাংক কোন শাস্তির ব্যবস্থা করছে না ফলে ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণ নিয়ে তেমন কোন মাথা ব্যথা নেই। সম্পাদনা: সোহেল রহমান, ইকবাল খান

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক নয়া দিগন্ত
পৃষ্ঠা নং ঃ

তারিখ ঃ 10 FEB 2019

রাষ্ট্রায়ত্ত ৮ ব্যাংকের খেলাপি ঋণ আদায় লক্ষ্যমাত্রার ৩৮ শতাংশ

● সৈয়দ সামসুজ্জামান নীপু

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী খেলাপি ঋণ আদায় করতে পারছে না। এমনকি এই ব্যাংকগুলো

- **বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ৫,০৮০ কোটি টাকা; আদায় ১,৯৩৩.৯২ কোটি**
- **অবলোপন ঋণ আদায়ের লক্ষ্য ৫৬১ কোটি টাকা; আদায় ২০৪.৬৩ কোটি**

লক্ষ্যমাত্রার অর্ধেকও আদায় করতে পারেনি। চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে ১ হাজার ৯৩৪ কোটি টাকার মতো খেলাপি ঋণ আদায় করেছে রাষ্ট্রায়ত্ত আটটি ব্যাংক। এটি বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ৩৮ শতাংশ। তবে এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় এগিয়ে আছে বিডিবিএল, সোনালী ও বেসিক ব্যাংক। অন্য দিকে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি অবশিষ্ট পাঁচটি ব্যাংক। এর মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে রূপালী ব্যাংক। আছে জনতা ও অগ্রণীও।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ সূত্রে জানা যায়, চলতি অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় রাষ্ট্রায়ত্ত আটটি (সোনালী, জনতা, অগ্রণী, রূপালী, বেসিক, বিডিবিএল, বিকেবি ও রাকাব) ব্যাংকের খেলাপি ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ৫ হাজার ৮০ কোটি টাকা। বিপরীতে গত বছরের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসে ব্যাংকগুলো আদায় করেছে ১ হাজার ৯৩৩ কোটি ৯২ লাখ টাকা। এর মধ্যে বার্ষিক ৯০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে সোনালী ব্যাংক আদায় করেছে ৬১৪ কোটি ২৮ লাখ টাকা (লক্ষ্যমাত্রার ৬৮ দশমিক ২৫ শতাংশ); ৪৫০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জনতা ব্যাংক আদায় করেছে ১৫৮ কোটি ০৪ লাখ টাকা (৩৫ দশমিক ১২ শতাংশ); ৫০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অগ্রণী ব্যাংক আদায় করেছে ১৭৯ কোটি টাকা (৩৫ দশমিক ৮ শতাংশ); ১০০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রূপালী ব্যাংক আদায় করেছে ১১৪ কোটি ৮৮ লাখ টাকা (১১ দশমিক ৪৯ শতাংশ); ১৪০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বেসিক ব্যাংক আদায় করেছে ৭৭ কোটি ■ ১৩ পৃ: ১-এর কলামে

রাষ্ট্রায়ত্ত ৮ ব্যাংকের খেলাপি ঋণ

১ম পৃষ্ঠার পর

৮৯ লাখ টাকা (৫৫ দশমিক ৬৪ শতাংশ); ৯০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বিডিবিএল ব্যাংক আদায় করেছে ৬৫ কোটি ৪০ লাখ টাকা (৭২ দশমিক ৬৭ শতাংশ); ১ হাজার ৬০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বিকেবি আদায় করেছে ৫৪৯ কোটি ৪৩ লাখ টাকা (৩৪ দশমিক ৩৪ শতাংশ) এবং ৪০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাকাব আদায় করেছে ১৭৫ কোটি টাকা (৪৩ দশমিক ৭৫ শতাংশ)।

এ ছাড়া অবলোপনকৃত খেলাপি ঋণ থেকে চলতি অর্থবছরে উল্লেখিত আটট ব্যাংকের আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ৫৬১ কোটি টাকা। বিপরীতে ব্যাংকগুলো গত বছরের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ছয় মাসে আদায় করেছে ২০৪ কোটি ৬৩ লাখ টাকা। লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় আদায়ের হার ৩৬ দশমিক ৪৮ শতাংশ। অবলোপন খাত থেকে আদায়ে লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় এগিয়ে আছে রূপালী ও বিডিবিএল এবং সবচেয়ে পিছিয়ে আছে বেসিক ব্যাংক।

অবলোপনকৃত খেলাপি ঋণ খাত থেকে ২০০ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সোনালী ব্যাংক ৮৭ কোটি ১৬ লাখ টাকা (৪৩ দশমিক ৪৮ শতাংশ); ১৩০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জনতা ব্যাংক ১৮ কোটি ৯৩ লাখ টাকা (১৪ দশমিক ৫৬ শতাংশ); ১৫০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অগ্রণী ব্যাংক ৪৬ কোটি টাকা (৩০ দশমিক ৬৭ শতাংশ); ৩৫ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রূপালী ব্যাংক ২৫ কোটি ৪৮ লাখ টাকা (৭২ দশমিক ৮ শতাংশ); ১০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বেসিক ব্যাংক ২০ লাখ টাকা (২ শতাংশ) এবং ৩০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বিডিবিএল ১৮ কোটি ৮৩ লাখ টাকা (৬২ দশমিক ৭৭ শতাংশ) আদায় করেছে। এ ছাড়া অবলোপনকৃত খেলাপি ঋণ খাত থেকে ৪ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বিকেবি ৭ কোটি ০৩ লাখ টাকা এবং ২ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাকাব ১ কোটি টাকা আদায় করেছে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের এক কর্মকর্তা জানান, খেলাপি ও অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের জন্য ব্যাংকগুলোকে একটি 'ক্র্যাশ প্রোগ্রাম' হাতে নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকগুলোকে প্রয়োজন হলে বিশেষ টিম গ্রহণ করার জন্যও বলা হয়েছে। এরপর আমরা বছর শেষে ব্যাংকগুলোর পরফরম্যান্স খতিয়ে দেখবো। পরিস্থিতির উন্নতি না হলে তখন ভিন্ন ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম : অর্থনৈতিক বার্তা
পৃষ্ঠা নং :

তারিখ : 10 FEB 2019

বেসরকারি ব্যাংকের গড় সুদহার কমেনি

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

বেসরকারি ব্যাংক মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ ব্যাংকার্সের (বিএবি) ঘোষণা অনুযায়ী, ২০১৮ সালের ১ জুলাই থেকে ঋণে সুদ হার সিঙ্গেল ডিজিট বা এক অঙ্কে (৯ শতাংশ) নেমে আসার কথা। কিন্তু সেই সুদ হার এখনও ডাবল ডিজিটেই রয়ে গেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ হালনাগাদ অনুযায়ী, বেসরকারি ব্যাংকগুলোতে ঋণের গড় সুদহার ১০ দশমিক ২৭ শতাংশ। তবে সরকারি, বিশেষায়িত ও বিদেশি ব্যাংকগুলোর গড় সুদহার যথাক্রমে ৬ দশমিক ৭৫, ৭ দশমিক ৫৬ ও ৮ দশমিক ৯ শতাংশ।

সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, চাইলেই ব্যাংক ঋণের সুদহার এক অঙ্কে নামিয়ে আনা যায় না। এটা আমানত সংগ্রহ, চাহিদা ও সরবরাহের ওপর নির্ভর করে। আমানত সংগ্রহের জন্য বেশি সুদ প্রদান করে কম সুদে ঋণ বিতরণ অসম্ভব।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিসেম্বর মাসের তথ্য অনুযায়ী ৯ শতাংশ বা এর থেকে এর নিচে ঋণ বিতরণ করছে মাত্র ৪টি ব্যাংক। সেগুলো হচ্ছে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক, বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংক। যেসব ব্যাংকের গড় সুদহার ৯ শতাংশ থেকে উপরে কিন্তু ১০ শতাংশের নিচে রয়েছে সেগুলো হলো- ন্যাশনাল ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, সাউথইস্ট ব্যাংক, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক ও ট্রাস্ট ব্যাংক। অন্যদিকে ১০ শতাংশ থেকে শুরু করে এর উপরে গড় সুদহার রয়েছে এমন ব্যাংকের সংখ্যা মোট ২৯টি। ব্যাংকগুলো হচ্ছে- এবি ব্যাংক, ঢাকা ব্যাংক, দি সিটি ব্যাংক, আইএফআইসি ব্যাংক, সীমান্ত ব্যাংক, ইস্টার্ন ব্যাংক, এনসিসি ব্যাংক, ঢাকা ব্যাংক, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক, ডাচ-বাংলা ব্যাংক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক, ওয়ান ব্যাংক, এক্সিম ব্যাংক, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক, প্রিমিয়ার ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটিজ ইসলামী ব্যাংক, ব্যাংক এশিয়া, শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক, যমুনা ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক, এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক, সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার অ্যান্ড কমার্স ব্যাংক, মেঘনা ব্যাংক, মিডল্যান্ড ব্যাংক, দি ফার্মারস ব্যাংক, ইউনিয়ন ব্যাংক, এনআরবি ব্যাংক, এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক ও মধুমতি ব্যাংক।

একদিকে যেমন ঋণের সুদহার কমানোর চাপ, অন্যদিকে মার্চ মাসের মধ্যে এডি রেশিও বা এডভান্স ডিপোজিট রেশিও সমন্বয়ের তাড়া। সবমিলে চাপের মধ্যেই রয়েছেন ব্যাংকাররা। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সেপ্টেম্বর মাসের তথ্য অনুযায়ী ১২টি ব্যাংক এখনও এডি রেশিও সমন্বয় করতে পারেনি। উল্লেখ্য, গত ৩০ জানুয়ারি মুদ্রানীতি ঘোষণা করার পর সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির বলেন, এখনও যেসব ব্যাংক এডি রেশিও সমন্বয় করতে পারেনি তাদের জন্য সময় বাড়ানো হবে না। আগামী মার্চ মাসের মধ্যে সব ব্যাংক নির্ধারিত সীমানার মধ্যে চলে আসবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক সংবাদ
পৃষ্ঠা নং ঃ
তারিখ ঃ 10 FEB 2019

এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের আমানত এক বছরে দ্বিগুণ

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

দিন দিন আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এজেন্ট ব্যাংকিং। বাড়ির পাশে কম খরচে ব্যাংকিং সেবা পাওয়ার ফলে বেড়েই চলেছে আমানত, এজেন্ট ও আউটলেটের সংখ্যা। ২০১৮ শেষে এক বছরে দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে ৩ হাজার ১১২ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মোট আমানত।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত ডিসেম্বর শেষে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ১১২ কোটি টাকা। তিন মাস আগে আমানত ছিল ২ হাজার ৫৭৭ কোটি টাকা। আর এক বছর আগে ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে ছিল ১ হাজার ৩৯৯ কোটি টাকা। এ হিসাবে তিন মাসে আমানত বেড়েছে ৫৩৫ কোটি টাকা বা প্রায় ২১ শতাংশ। আর এক বছরে বেড়েছে এক হাজার ৭১৩ কোটি টাকা বা দ্বিগুণেরও বেশি। এককভাবে সবচেয়ে বেশি আমানত থাকা আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকে রয়েছে ৯২৮ কোটি টাকা। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ডাচ-বাংলা ব্যাংকে রয়েছে ৮২৭ কোটি টাকা। আর ব্যাংক এশিয়ায় রয়েছে ৬৯৬ কোটি টাকা। সংশ্লিষ্টরা জানান, প্রথমের দিকে শুরু করা ব্যাংকগুলোই এখন ভালো অবস্থানে রয়েছে। সম্ভাবনা দেখে নতুন করে অনেক ব্যাংক যুক্ত হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ২১টি ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমতি নিয়েছে, কার্যক্রমে এসেছে ১৯টি। সর্বশেষ যুক্ত হয়েছে ইস্টার্ন ব্যাংক ও ব্র্যাক ব্যাংক। আমানত সংগ্রহে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক সবচেয়ে এগিয়ে থাকলেও এজেন্ট ও আউটলেট বিবেচনায় এগিয়ে আছে ব্যাংক এশিয়া। ডিসেম্বর পর্যন্ত সব ব্যাংক মিলে চার হাজার ৪৯৩ এজেন্টের বিপরীতে আউটলেট রয়েছে ৬ হাজার ৯৩৩টি। এর মধ্যে ব্যাংক এশিয়ার আউটলেট রয়েছে দুই হাজার ৫৬৬টি। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ডাচ-বাংলা ব্যাংকের রয়েছে দুই হাজার ১৫০টি। পর্যায়ক্রমে এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকের রয়েছে ৫৬৩টি, ইসলামী ব্যাংকের ৩০৫টি এবং মধুমতি ব্যাংকের রয়েছে ২৮১টি। এছাড়া আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক ও অগ্রণী ব্যাংকের রয়েছে ২০০টি করে আউটলেট। ২০১৮ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে সব মিলিয়ে অ্যাকাউন্টের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৪ লাখ ৫৭ হাজার। তিন মাস আগে ছিল ২৩ লাখ ২৯ হাজার। এক বছর আগে মোট অ্যাকাউন্ট ছিল ১২ লাখ ১৪ হাজার। অর্থাৎ এক বছরে অ্যাকাউন্ট দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। আর তিন মাসে বেড়েছে ২১ শতাংশ। এসব অ্যাকাউন্টের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১১ লাখ ৮৭ হাজার রয়েছে ডাচ-বাংলা ব্যাংকে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সাত লাখ ৪৯ হাজার রয়েছে ব্যাংক এশিয়ায়। আর তৃতীয় সর্বোচ্চ এক লাখ ৩৬ হাজার অ্যাকাউন্ট রয়েছে আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংকে।

উল্লেখ্য, ব্যাংকিং সেবা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে কম খরচে সেবার আওতায় আনতে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের পর এজেন্ট ব্যাংকিং প্রচলন করে বাংলাদেশ ব্যাংক। ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে এজেন্ট ব্যাংকিং নীতিমালা জারির পরের বছর ব্যাংক এশিয়া প্রথমে এ সেবা চালু করে। এজেন্ট পয়েন্ট থেকে আমানত সংগ্রহ, ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ, সুবিধাভোগীর কাছে রেমিট্যান্সের অর্থ পৌঁছে দেয়া, ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ভাতাভোগীকে অর্থ প্রদান, অ্যাকাউন্ট ব্যালান্স জানা, অ্যাকাউন্ট ফরম সংগ্রহ, ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ডের আবেদন সংগ্রহ করতে পারেন গ্রাহকরা।

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ঃ 10 FEB 2019

পৃষ্ঠা নং ঃ

গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি আনছে এজেন্ট ব্যাংকিং

■ রেজাউল হক কৌশিক

এখন শহরের মত গ্রামের মানুষও ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করতে পারছে। গ্রামীন মানুষের দোরগোঁড়ায় এ সুবিধা নিয়ে এসেছে এজেন্ট ব্যাংকিং। মূলত, ব্যাংকিং সুবিধা বঞ্চিত মানুষদের ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনতেই এজেন্ট ব্যাংকিং চালু হয়। ব্যাংকের মতই প্রায় সব সুবিধা পাওয়া যায় এ ব্যাংকিং এ। ফলে দ্রুত জনপ্রিয়তা পাচ্ছে ব্যাংকিংয়ের এ ধারা। এখন গ্রামীণ এলাকায় এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে গ্রাহক সংখ্যা শহরের তুলনায় ৬ দশমিক ৭ গুণ বেশি।

বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বিভাগের সর্বশেষ হিসাবে দেখা গেছে, ১৯টি ব্যাংকের এজেন্ট ব্যাংকিং আউটলেটের মাধ্যমে ২৪ লাখ ৫৭ হাজার গ্রাহক অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এর মধ্যে গ্রামের মানুষই ২১ লাখ ৩৭ হাজার ৬১৪ জন। বাকীরা শহরের। এজেন্ট ব্যাংকিং অ্যাকাউন্টে মোট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে তিন হাজার ১২২ কোটি ৪০ লাখ টাকা। এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের এজেন্টের সংখ্যা চার হাজার ৪৯৩টি এবং যাদের আউটলেট রয়েছে ছয় হাজার ৯৩৩টি।

গ্রাহক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৫ লাখ গ্রামীণ অ্যাকাউন্ট শহরের তুলনায় সাড়ে ৬ গুণ বেশি

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, এজেন্ট ব্যাংকিং অ্যাকাউন্টে মোট জমা হওয়া অর্থের মধ্যে ডাচ-বাংলা ব্যাংকের স্থিতি সবচেয়ে বেশি। তবে আউটলেটের সংখ্যা বেশি ব্যাংক এশিয়ার।

এদিকে গত বছর থেকে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ঋণ বিতরণও শুরু হয়েছে। ব্যাংক এশিয়া, আল আরাফাহ, মিউচ্যুয়াল ট্রাস্ট, মধুমতি, দ্যা সিটি ও ডাচ-বাংলা ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করছে। গত ডিসেম্বর পর্যন্ত এসব ব্যাংক ১৮৯ কোটি ৪৮ লাখ টাকা এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বিতরণ করছে। এরমধ্যে ১৭৩ কোটি ৪৮ লাখ টাকা বিতরণ করেছে ব্যাংক এশিয়া।

এখন ব্যাংকগুলো এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে ঝুঁকছে। কারণ, কোন জায়গায় শাখা খুলতে হলে ব্যাংকের বড় খরচ চলে যায় 'পজিশন' নিতে। আর মাসে মাসে ভাড়া গোনার পাশাপাশি ব্যাংকের নিজস্ব স্টাফদের বেতন তো আছেই। এর বাইরে ব্যাংকের নতুন শাখা নেওয়ার ঝক্কি-ঝামেলাও আছে। এসব বিবেচনায় এজেন্ট ব্যাংকিং করতে বা এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া সহজ। এক্ষেত্রে ব্যাংকের বাড়তি কোন খরচ করতে হয় না। সংশ্লিষ্ট এজেন্টই সমস্ত খরচ বহন করেন। ফলে এতে একদিকে কোন খরচ ছাড়াই ব্যাংকের লাভ করার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে ব্যাংকের গ্রাহক সংখ্যাও বাড়ছে কোন খরচ ছাড়াই। আর গ্রাহকরাও এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে অ্যাকাউন্ট খুললে পাচ্ছেন বিভিন্ন সার্ভিস।

বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বিভাগের মহাব্যবস্থাপক আবুল বশর বলেন, যেসব জায়গায় ব্যাংকের শাখা নেই সেখানকার মানুষ এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে তাদের ব্যাংকিং প্রয়োজন মিটাতে পারছে। সাধারণ ব্যাংকিংয়ের মত তাদের মোবাইলে লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য যাচ্ছে। ফলে তাদের বিশ্বাস বাড়ছে। এতে এ ব্যাংকিংয়ের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়ছে। বিশেষ করে গ্রামীণ জনগণ এ সেবাকে খুব ভালভাবে গ্রহণ করেছে।

এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের শুরু হয় ব্যাংক এশিয়ার মাধ্যমে। এ ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আরফান আলী ইত্তেফাক'কে বলেন, গ্রামীণ অর্থনীতিতে যে পরিবর্তন এসেছে সেখানে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের ভূমিকা অন্যতম। এ ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় আরো অনেক কিছু করা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন।

এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে ভাল করছে ডাচ বাংলা ব্যাংক। এ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আবুল কাশেম মো. শিরিন বলেন, আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে এজেন্ট ব্যাংকিং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এতে গ্রামের মানুষ ব্যাংকিং সুবিধা পাচ্ছে।

জানা গেছে, আর্থিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে সমাজের অবহেলিত জনগোষ্ঠি যারা ব্যাংকিং সেবা থেকে দূরে আছে তাদেরকে স্বল্প খরচে ব্যাংকিং সেবা দিতে প্রথমে চালু হয় মোবাইল ব্যাংকিং। এরপরেই একই উদ্দেশ্যে এজেন্ট ব্যাংকিং সেবাও চালু করে বাংলাদেশ ব্যাংক। ২০১৩ সালের ৯ ডিসেম্বর এজেন্ট ব্যাংকিং নীতিমালা জারি করে বাংলাদেশ ব্যাংক। পরে ২০১৪ সালে ব্যাংক এশিয়া প্রথমে এ সেবা চালু করে। এজেন্ট ব্যাংকিং হলো- সমঝোতা স্মারকে চুক্তির বিপরীতে এজেন্ট নিয়োগ দিয়ে ব্যাংকিং সেবা দেওয়া। কোনো ধরনের বাড়তি চার্জ ছাড়া এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেবা দিচ্ছে ব্যাংকগুলো। ২০১৩ সালের প্রথম নীতিমালায় প্রথমে শুধুমাত্র পল্লী এলাকায় এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের অনুমতি দেওয়া হলেও পরের বছর নীতিমালায় কিছুটা সংশোধন আনা হয়। সংশোধিত নীতিমালা অনুযায়ী যেখানে ব্যাংকের শাখা নেই এমন পৌর ও শহর অঞ্চলেও এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া যায়। তবে মেট্রোপলিট্রন ও সিটি কর্পোরেশন এলাকায় না করার যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তা আগের মতই বহাল রাখা হয়।